International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.36-47
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.36-47

ভারতীয় দর্শনের আত্মাতত্ত্ব ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ

নুরুল ইসলাম

গবেষক, দর্শন বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Metaphysics, the queen of all sciences, has lost her glory under the grip of arbitrariness and scepticism, yet her brilliancy has not diminished in the least, with ever-new mystical ideas. If we compare philosophy with a single flower whose beauty spreads all over the garden, and if we compare metaphysics with the flower that is the beauty of that flower, then I hope it is not an exaggeration to say that the beauty of philosophy is metaphysics. Soul is one of the ingredients that enhances the taste of the honey that we collect from the Metaphysics flower. In Indian philosophy, Western philosophy, the Vedic era, or the modern era, spirituality is one of the most discussed topics for us. Somewhere, the positive side of the spirit has been seen, and somewhere, the negative side of the soul has been seen. In Plato's philosophy, we see the positive side of the soul, but in Hume's philosophy, we see the negative side, or in Vedanta, we see the extreme role of the soul, but Charvaka does not see any role of the soul. All in all, spirituality is one of the most discussed topics. Therefore, in Indian philosophy, some people call the soul the body; some say it is a collection of Panchaskandas; some say it is Jiva; some say Purusha; some say God; and some say Brahma. But in the context of what the soul means in general, the soul is a spark of vital energy that activates everybody, enabling it to perform various functions, just as a current of electron particles creates shocks when flowing through a copper wire. The body can be compared to a car, and the soul can be compared to the driver of the car. The soul is the spark of life, whose presence makes the body seem alive, and when the soul leaves the body, we say that the person is dead. Atma Tattva is not only a spiritual subject; Atma Tattva can inculcate morality, humanity, and equality in individuals in social life if we have self-knowledge. The main purpose of my writing is to present a brief concept of the soul and, through that concept, to call for brotherhood for all, irrespective of caste or creed.

Keywords: Atma, Brahama, Tajjalan, Purusha, Jiva,Paramatma, God, , Ego,Equality, Brotherhood, Humanism.

বৈদিক ধারণাই আত্মাতত্ত্ব: 'আত্মা' এই শব্দটি শুনলেই আমাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই বৈদিক যুগের আত্মাতত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়। আমরা বিভিন্ন মন্ত্রে বা সংহিতায় আত্মার ধারণা পেলেও প্রাক- উপনিষদীয়

স্তরে আত্মার ধারণা সুনির্দিষ্ট ছিলনা। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও অর্থে আত্মা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।বেদ গুলিতে আত্মতত্ত্বের নির্দেশক একটি নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা ব্যবহৃত হয় নি, অপিতু আত্মন, জীব, পুরুষ, বিশ্বকমাণ, অসু, প্রাণ, মনস্ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।'[i] আমরা যদি আত্মা শব্দটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখি সেখানে দেখতে পাবো প্রাক- উপনিষদীয় বৈদিক সাহিত্যে মানুষের মধ্যে প্রাণবায়ু (vital breath) বোঝাতে সর্বপ্রথম আত্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তারপর জগতের আত্মা (self of the world) এবং সর্বশেষে মানবাত্মা (human self) বোঝাতে আত্মা শব্দটি প্রযুক্ত হয়।অথর্ববেদে বলা হয়েছে

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः।
तमेव विद्वान् विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ।
(আত্মা অকাম, ধির, অমৃত, স্বয়ংভু এবং রস থেকে তৃপ্ত হয়,অজড়, অমর ও নিত্য)[ii]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে প্রজাপতি তাঁর আত্মা (জগৎরূপে) সৃষ্টিকরার পর তাঁর নিজ আত্মা সহ তাতে প্রবেশ করলেন। আত্মা সম্পর্কে ঋগসংহিতায় বলা হয়েছে ইন্দ্র-মিত্র- বরুণ প্রভৃতি বহুদেবতা একই আত্মার বহুবিধ প্রকাশমাত্র। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে - আত্মা- বুদ্ধি – দেহ ও চেতনার সমন্বয়ে গঠিত। আত্মা আলোকস্বরূপ। আত্মা আকাশ বাতাস তথা যে কোনো অস্তিত্বশীল বস্তুর থেকে বড়ো। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- আত্মা হল অহং। ঋগ্বেদে আত্মা শব্দটি বোঝানোর জন্য মনস, আত্মা এবং অসু এই তিনটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যদি ছান্দোগ্য উপনিষদের দিকে আলোকপাত করি সেখানে দেখাতে পাবো - জগৎ সৃষ্টি কোথা থেকে হল, জগৎ সৃষ্টির পর কোথায় থাকে, প্রলয় কালে জগৎ কোথায় যায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা হয়েছে **'তজ্জালান'** অর্থাৎ ব্রহ্ম হতে সবকিছুর উৎপত্তি ব্রহ্মেই সবকিছুর স্থিতি ব্রহ্মেই সবকিছুর লয় । এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে বৈদিক চিন্তায় আত্মা – চৈতন্য ও ব্রহ্ম অভিন্ন। পরমসত্তাকে কখনো আত্মা, কখনো ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

আত্মা বা ব্রহ্ম কে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন কঠো উপনিষদে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা, ছান্দগ্যো উপনিষদে সৎকেত ও উদ্দ্যলোকের আলোচনায় আত্মাতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে, আবার ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র ও প্রজাপতির আলোচানার মাধ্যমে আমরা আত্মার জ্ঞান পায়। যেখানে দেবকুল ইন্দ্র এবং অসুরকুল বিরোচনকে আত্মা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য আত্মজ্ঞানী প্রজাপ্রতি ঋষির কাছে প্রেরণ করা হয় আর সেখানে ইন্দ্র ও প্রজাপতির প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আত্মার চারটি অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পায়। যে বিষয়টি আরো সুপষ্ট হয় মান্ডুক্য উপনিষদে এই বিষয়ে একটু পর আলোচনা করবো। বিভিন্ন উপনিষদে আত্মাকে অজ্ঞেয় বলা হয়েছে আর এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রয়ীর আলোচনায় বিষয় টি পরিষ্কার হয় আমাদের কাছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর পত্নী মৈত্রয়ী কে আত্মা কেন অজ্ঞেয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন - আত্মাকে অজ্ঞেয় বলার অর্থ এই নয় যে, আত্মা কোনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না বরং আত্মা জ্ঞানস্বরূপ সেটা বোঝানো হয়েছে। আত্মা অন্যান্য জ্ঞেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত করে, তাই অন্যান্যবস্তুর মতো আত্মাকে জানতে হয়না এই অর্থে আত্মা অজ্ঞেয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চকোশের মাধ্যমে আত্মার ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চকোশ হল - অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ ও আনন্দময়কোশ। এই পঞ্চকোশ হল আত্মার বন্ধনস্বরূপ। অজ্ঞানের জন্য আত্মা কোশবদ্ধ হয় আর অজ্ঞানের বিনাশে আত্মা তার শুদ্ধ- বুদ্ধ- মুক্ত উপলব্ধি করে অর্থাৎ মুক্তি পায়। মান্ডূক্য উপনিষদে আত্মার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য জীবের চারটি অবস্থার দ্বারা আত্মার চারটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং **'ওঁঙ্কার'** এর চারটি

পাদের কথা বলা হয়েছে। গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য উপনিষদ অনুসরণ করে তাঁর **'গৌড়পাদকারিকা'** তে 'ওঁঙ্কার' এর চারটি পাদের সঙ্গে জীবের বা আত্মার চারটি অবস্থার অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। 'ওঁঙ্কার' এর চারটি পাদ হল - **'অ' 'উ' 'ম'** এবং **'তুরীয়'** আর জীবের চারটি অবস্থা হল **'জাগ্রত' 'স্বপ্ন' 'সুষুপ্তি'** এবং **'তুরীয়'**। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থার জন্য তিনটি শরীর স্বীকার করা হয়েছে। জাগ্রতকালে জীবের স্থূলশরীর, স্বপ্নকালে জীবের সূক্ষ্মশরীর এবং সুষুপ্তি কালে কারণশরীর স্বীকার করা হয়েছে। জাগ্রতকালে স্থুলশরীরাভিমানী জীবকে **'বিশ্ব'** বলা হয় এবং ওঁঙ্কার এর প্রথমপাদ 'অ' এর সাথে অভিন্ন প্রতিপাদন করা হয়েছে। সমস্ত চরাচর স্থূল প্রকৃতিকে নিজ দেহ বলে অভিমান করে বলে একে **'বৈশ্বানর'** এবং নানাভাবে বিরাজমান বলে একে **'বিরাট'** বলা হয়েছে। এই যে বিরাটের স্থূলশরীর এটি অন্নের বিকার বলে একে অন্নময়কোশ এবং স্থূলভোগের আশ্রয় বলে একে জাগ্রত বলে।
অর্থাৎ- **জাগ্রত> বৈশ্বানর> অ> বিরাট> স্থূলশরীর> অন্নময়কোশ।**

স্বপ্নকালে সূক্ষশরীরাভিমানী জীবকে **'তৈজস'** বলে এবং এটিকে ওঁঙ্কার এর দ্বিতীয়পাদ 'উ' এর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করা হয়েছে। বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই তিনটি কোশকে নিয়ে গঠিত হয় সূক্ষশরীর। বিজ্ঞানময়াদী তিনটি কোশযুক্ত ও জাগ্রৎকালীন বাসনাময় বলে একে স্বপ্ন বলে এবং এই অবস্থাটিকে **'হিরণ্যগর্ভ'** এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
অর্থাৎ- **স্বপ্ন> তৈজস> উ> হিরণ্যগর্ভ> সূক্ষ্মশরীর > বিজ্ঞানাদীকোশ।**

সুষুপ্তিকালে কারণশরীরাভিমানী জীবকে **'প্রজ্ঞা'** বলে এবং ওঁঙ্কার এর তৃতীয়পাদ 'ম' এর সঙ্গে এর অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রজ্ঞা ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়। ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি আজ্ঞান সকল সৃষ্টির কারণ বলে তাকে কারণশরীর বলে। আবার এই কারণশরীরের আনন্দময়কোশ এর সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে।
অর্থাৎ- **সুষুপ্তি> প্রাজ্ঞ> ম> ঈশ্বর> আনন্দময়কোশ> কারণশরীর।**

জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা টা হল তুরীয় অবস্থা যাকে। অদ্বৈত বলা হয় । এখানে কোনো বন্ধন থাকে না এই অবস্থা টি সৎ-চিৎ-আনন্দের অবস্থা। এই টি ওঁঙ্কার এর চতুর্থপাদ তুরীয় এর সাথে অভিন্ন এবং এটিকে ব্রহ্মা বলা হয়। আত্মার বন্ধনস্বরূপ যে পঞ্চকোশের স্তর সেই স্তর অতিক্রম করে আত্মা তুরীয় অবস্থা লাভ করে এই অবস্থাতে আত্মা মোক্ষ পায়।
অর্থাৎ- **তুরীয়>অদ্বৈত> ব্রহ্মা।**

এইভাবেই বৈদিকচিন্তাধারায় আত্মাতত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মাতত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও আত্মার স্বরূপ বা পরমসত্তার স্বরূপ বা ব্রহ্মার স্বরূপ বিষয়ে মূল বক্তব্য এক এবং সকল বেদ ও উপনিষদে সেটা প্রতিপাদিত হয়েছে। যেমন- 'একমেবাআদ্বিতীয়ম।'[iii] অর্থাৎ পরমসত্তা হল এক এবং দ্বিতীয় কেও নেই। এছাড়াও বলা হয়েছে "একম ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি নেহ না নাস্তি কিঞ্চন"(ব্রহ্মসূত্র) অর্থাৎ পরমসত্তা এক এবং অদ্বিতীয়- দ্বিতীয় কেও নেই এবং কস্মিনকালেও কেও ছিলনা। অথর্ববেদে বলা হয়েছে 'দেব মহা অসি' অর্থাৎ পরমসত্তা হলেন মহান।[iv] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অধ্যায় ৬ এর পরিচ্ছেদ ৯ এ পরমসত্তার নিত্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। সুতরাং পরমসত্তা এক, নিত্য, মহান এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাকে বিভিন্ন ভাবে জানা যায় - "একম্ সৎ বিপ্র বহুদা বদন্তি।"[v] পরমসত্তা এক জ্ঞানিরা তাকে বহু নামে জানে ।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় আত্মাতত্ত্ব: ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য মোক্ষলাভ কিন্তু মোক্ষ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখতে পায়। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আত্মা অজ্ঞানবশত বন্ধন যুক্ত হয় আর আত্মাকে নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত করাই হল মোক্ষ। এই মোক্ষের পথের কথা বলতে সবাই ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা বলেছেন যেমন - বৌদ্ধরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন, জৈনরা ত্রিরত্নের কথা বলেছেন, ন্যায়- বৈশেষিক তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলেছেন, সাংখ্য- যোগ বিবেকজ্ঞানের কথা বলেছেন, মীমাংসা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন, আদ্বৈতবেদন্ত দর্শনে জ্ঞানমার্গের কথা বলা হয়েছে এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তে ভক্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে। মুক্তির পথ নির্দেশ করতে গিয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই যে সত্তার মুক্তির পথ নির্দেশ করা হচ্ছে তার স্বরূপ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকবেই এবং এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি। আত্মার স্বরূপ বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। আসুন আত্মা বিষয়ে সকলের মত আলোচনা করা যাক।

চার্বাক মত: চার্বাক মতে দেহের অতিরিক্ত আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, ও মরুৎ থেকে আত্মার উৎপত্তি। এই চারটি ভূতের মিশ্রণে দেহ উৎপন্ন হবার সময়েই চৈতন্য উৎপন্ন হয় আর এই চৈতন্য দেহের ধর্ম। চার্বাকগণ দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেননি কারণ দেহের অতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ করা যায় না, "তৎ চৈতন্যবিশিষ্টহে এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদের- নঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ"[vi]॥ চার্বাকদের আত্মাতত্ত্ব দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু পরবর্তীতে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন কে আত্মা বলে গণ্য করেছেন।

জৈন মত: জৈন দর্শনে আত্মা কে 'জীব' বলা হয়েছে । জৈন মতে আত্মা বা জীবের চৈতন্য জীবের থেকে ভিন্ন কারণ তা জীবের গুণ আবার চৈতন্য জীবের স্বরূপ, তাই তা জীবের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং জীব চৈতন্য থেকে ভিন্নাভিন্ন । সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে জৈনের আত্মার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

"জ্ঞানাদ্ ভিন্নো ন নাভিন্ন ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চ ন।
জ্ঞানং পূর্বাপরীভূতং সোহয়মাত্মেতি কীর্তিতঃ"।[vii]

জৈন মতে আত্মা দেহ জুড়ে অবস্থান করে কিন্তু তা জড়দ্রব্যের মতো স্থান জুড়ে থাকে না। তা আলোর মতো দেহ জুড়ে থাকে তবে আত্মা দেহের অতিরিক্ত এবং এটি নিত্য। জৈন মতে আত্মা অসীম নয় দেহের আয়তনই আত্মার আয়তন আত্মা অসংখ্য এবং মধ্যমপরিমাণ। জৈন মতে আত্মার ধর্ম তথা সুখ দুঃখ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয় কাজেই আত্মারাও প্রত্যক্ষ হয় এছাড়াও জৈনরা অনুমানের দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন।

বৌদ্ধমত: বৌদ্ধরা বলেন আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমুদায়। বৌদ্ধরা তাদের ক্ষাণিকবাদের দ্বার প্রমাণ করেন স্থায়ী আত্মা বলে কিছু নেই। অন্তর্জগতে যে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রবাহ দেখাযায় তাই আত্মা । আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে স্মৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যাবেনা তাই বৌদ্ধগণ পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাগুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা স্বীকার করেছেন । বৌদ্ধদের আত্মাতত্ত্ব নৈরাত্মবাদ বা আনাত্মবাদ নামে পরিচিত ।

ন্যায়বৈশেষিক মত: ন্যায় – বৈশেষিক দর্শন আত্মার সম্বন্ধে প্রায় এক মত পোষন করেন। আচার্য গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে ১২ টি প্রমেয় পদার্থের আত্মাকেই প্রধান বলেছেন এবং প্রথমেই আত্মার আলোচনা

করেছেন। বৈশেষিক দর্শনে যে ৯টি দ্রব্য স্বীকার করা হয়েছে আত্মা হল অষ্টম দ্রব্য। উভয়মতেই আত্মা নিত্য, দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত এবং তা বিভুপরিমাণ। অদ্বৈতবেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হলেও নৈয়ায়িকগণ বলেন জ্ঞানাধিকরণম আত্মা অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়। বৈশেষিক দর্শনে আত্মার প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়নি কিন্ত ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে আমি সুখি এইরূপ মানস প্রত্যক্ষের সময় অহং জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়। তবে উভয় দর্শনে অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। আত্মা দ্বিবিধ - জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য এবং তাঁর সুখ দুঃখ দ্বেষ থাকে না। পরমাত্মা এক আর জীবাত্মা বহু।

সাংখ্যযোগ মত: এই দর্শনে আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি পুরুষ ও প্রকৃতি। উভয়েই অজ ও নিত্য । এই মতে পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ। সাংখ্য দর্শনে আত্মা বা পুরুষ কে দ্রব্য বলে স্বীকার করা হয়নি। পুরুষ অপরিণামী ত্রিগুণরহিত, সর্বব্যাপী অসঙ্গ ও উদাসীন। পুরুষ জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগবশত বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্বন ঘটে আর তখন আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ভাবে এইজন্যই সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে পুরুষ স্বরূপতঃ বন্ধনহীন, আসলে বুদ্ধিরূপ প্রকৃতির বন্ধন হয়। সাংখ্য মতে পুরুষ বহু। সাংখ্য দর্শনে পুরুষের প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়নি পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

মীমাংসা মত: মীমাংসকদের প্রধান দুটি শাখার মধ্যে প্রভাকর পন্থীরা ন্যায়দের অনুসরণ করে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এই মতে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত, সর্বব্যাপক বিভু দ্রব্য। চৈতন্য আত্মার ধর্ম নয় এটা আত্মার আকস্মিক ধর্ম। আত্মা ও মন, মন ও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তু সম্বন্ধযুক্ত হলে আত্মাতে চৈতন্য বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই মতে মুক্ত আত্মা অচেতন। অপরদিকে কুমারিল ভট্টের অনুসারী গণ বলেন আত্মা যুগপৎ চেতন ও অচেতন, আত্মা জ্ঞানশক্তি স্বভাব। স্বরূপাবস্থায় তাতে জ্ঞান অস্ফুট থাকে তবে পরিণামী আত্মায় পরিস্ফুট থাকে। আত্মা কে কিভাবে জানা যায় সেই বিষয়ে প্রভাকর 'ত্রিপুটি প্রত্যক্ষের' কথা বলেন কারণ তাঁর মতে আত্মা স্বপ্রকাশক। আর কুমারিল অনুব্যবসায় জ্ঞানের কথা বলেন ।

অদ্বৈতবেদান্ত মত: আচার্য শঙ্কর এই মতবাদের প্রবর্তক তাঁর মতে আত্মাই চরম সত্তা। আত্মাই ব্রহ্ম , তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। শঙ্করাচার্য বলেন চৈতন্য আত্মার গুণ নয়, আত্মা হল শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। শঙ্করাচার্য তিনপ্রকার সৎ এর কথা বলেছেন যথা প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্রহ্ম বা আত্মা কে তিনি পারমার্থিক সৎ বলেছেন । এই আত্মা হল নির্বিশেষ, নির্গুণ, অসীম, সর্ব্যব্যাপি, কালাতীত, অপরিণামী, এই জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোন প্রকার ভেদ নেই তার মধ্যে। শঙ্করাচার্য বলেন ব্রহ্ম কোন প্রমাণের গোচর নন তিনি কেবল শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ।

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত: আচার্য রামানুজ এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অভিন্ন। এই আত্মা চিৎ ও আচিৎ এই দুটি বিশেষণযুক্ত। আত্মাই চরম সত্য । আত্মা হল অনন্ত কল্যাণগুণের আধার। আত্মা বা ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ আছে। ব্রহ্মের প্রমাণ বিষয়ে তিনি শঙ্করের সাথে একমত পোষণ করেন তিনি বলেন শ্রুতিই ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ। ব্রহ্ম অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না।

এইভাবে আমরা দেখতে পেলাম যে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা কিভাবে আত্মার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আত্মার স্বরূপ ভিন্ন, আত্মার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথও ভিন্ন তবুও একটা কথা বলা সকলের উদ্দেশ্যে সেটা হল মুক্তি অজ্ঞানের বিনাশ সাধন।

সমকালীন ভারতীয় দর্শনের আলোকে আত্মাতত্ত্ব: আত্মাতত্ত্ব দর্শনের জগতে এক বিশাল স্থান অধিকার করে রয়েছে তাই সমকালীন দার্শনিকদের কাছেও তা অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আমি আমার লেখনীতে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আত্মাতত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ বলেন যে মানুষের স্বরূপের মর্ম উপলব্ধি করলেই স্পষ্টত প্রকাশিত হয় যে তার স্বরূপের দুটি ঐকান্তিক দিক রয়েছে – একটি নিম্নতর ও একটি উচ্চতর। এমনকি আত্মবিশ্লেষন থেকেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় । অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বিষয়টিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে মানুষ হল সসীম – অসীম। সে তার নিজের মধ্যেই দৈহিক স্বরূপ কে আধ্যাত্মিক স্বরূপের সঙ্গে সমন্বিত করে। "সে পৃথিবীর সন্তান কিন্তু সর্গের উত্তরাধিকারী"। রবীন্দ্রনাথ এটাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যখন তিনি বলেন, "আমার সত্তার একমেরুতে আমি এক এবং জড়বস্তু। সেখানে আমাকে সার্বিক নিয়মের শাসন স্বীকার করতে হবে । অর্থাৎ যেখানে আমার অস্তিত্বের ভিত্তি নিহিত ....। কিন্তু আমার সত্তার অন্য মেরুতে আমি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে আমি সাম্যের বেষ্টনী ভেঙেছি এবং একজন ব্যক্তিরূপে একাই দাঁড়িয়ে আছি।"[viii]

এইভাবে আমরা নিরাপদে বলতে পারি যে আত্মার দুটি দিক আছে দৈহিক ও আদ্ধত্মিক। দৈহিক দিকটি জৈবিক, শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার দ্বারা নিরুপন যোগ্য। আধ্যাত্মিক দিকটি উচ্চমার্গিয় আকাঙ্খার দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষবাদী, বিজ্ঞানী এবং কেবল অভিজ্ঞতা প্রবণ ব্যক্তিরা মানুষের প্রথম দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং মনে করে যে মানুষ রহস্যাবৃত প্রাণী নয়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে জানা যেতে পারে। এইরূপ বলার পক্ষে তাদের যুক্তি হল তাদের কাছে দৈহিক দিক টি প্রবেশগম্য, যে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দিক টি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিরূপণ যোগ্য নয়। কিছু হতাশাবাদী ও যোগী আছেন যারা বিশ্বাস করেন মানুষের সসীম দিক গুলো অসৎ এবং এগুলো মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আধ্যাত্মিক দিকের চারিপাশে শৃঙ্খলের মতো রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গি একদেশ দোষি, সংকীর্ণ এবং সেই কারণেই ত্রুটিপূর্ণ। যে সকল অভিজ্ঞতা ভিত্তিক চিন্তাবিদরা মানুষের আধ্যাত্মিক তাকে আজগুবি ও কাল্পনিক বলে অস্বীকার করেছেন তারা সত্যের প্রতি অন্ধ। তারা এই বিষয়টি বুঝতে পারেন নি যে সত্তার এমন অনেকদিক রয়েছে যা বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পরে না। এমন বস্তু আছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সেগুলির মুখোমুখি হলেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। যেমন- কেন আমরা শিল্পকলার সুমধুর সংগিতে রোমাঞ্চিত হয়, বৈজ্ঞানিক বা ভৌতব্যাখ্যা তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। সেগুলি ভালোবাসা ও অনুকম্পার কারণ নির্দেশ করতে পারে না। একই ভাবে এমন অনেক উচ্চমার্গীয় আশা- আকাঙ্খ্যা আছে যে গুলো আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। কিন্তু সাধারণ উপায়ে কোনো কিছু ব্যখ্যা করা যে ক্ষমতা তাকে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং উচ্চতর আত্মার সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে যেসকল চিন্তাবিদ সসীম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন রবীন্দ্রনাথ তাদের ও সমালোচনা করেন। জীবন্ত সচল দেহের মধ্যে সসীম আত্মার সম্বন্ধ। সুতারং কিভাবে তা ভ্রমাত্মক হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলেন যে সসীম আত্মাকে অস্বীকার করার অর্থ অসীম

আত্মাকে অস্বীকার করা। কেননা সসীমের মধ্য দিয়েই অসীমের উপলব্ধি হয়। সসীম আত্মাকে অস্বীকার করলে আত্মা উপদানহীন হয়ে পড়বে । এবং সেক্ষেত্রে আসীম আত্মারাও কোন অধিষ্ঠান থাকবে না।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলতে হয় দেহ মানুষের সসীম দিকটি প্রতিনিধিত্ব করে আর আত্মা মানুষের অসীমদিকটির প্রতিনিধিত্ব করে। রবীন্দ্রনাথ দেহ আত্মা উভয়কেই সৎ বলেছেন রাধাকৃষ্ণণ এর মতো । রবীন্দ্রনাথ বলেন দেহ হল দেবতার মন্দির। আমরা কেবল দেহ বা কেবল আত্মার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারিনা, গুরুত্ব দেহ ও আত্মা উভয়কেই দিতে হবে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আমরা শ্রী অরবিন্দ এর Two Negation তত্ত্বের আভাস পায়।

স্বামী বিবেকানন্দ: বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ মানব প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আত্মাতত্ত্বটি আলোচনা করেছেন । তিনি মানুষের যথার্থ প্রকৃতিকে' আত্মার শক্তি' বা 'আত্মা' বলেছেন। স্বামীজী বৈদান্তিকদের ন্যায় আত্মা ও ব্রহ্ম কে অভিন্ন বলেছেন। তিনি বলেছেন আত্মাকে আমরা ব্রহ্মের একটা দিক বা একটা অংশ বলতে পারিনা, আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মা ও ব্রহ্মকে যদি অভিন্ন না বলা হয় তাহলে সত্যের অদ্বৈত চরিত্র রক্ষা হয় না। সত্য এক ও অদ্বিতীয় কাজেই আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গীতাকে অনুসরণ করে বলেছেন - আত্মা সমস্ত চিন্তনের উর্দ্ধে, এর জন্ম এবং মৃত্যু নেই, একে তরবারির দ্বারা খন্ড খন্ড করা যায় না অথবা আগুনে দগ্ধ করা যায়না , বাতাসের দ্বারা আর্দ্র করা যায় না, জলের দ্বারা ভেজানো যায় না। শুরু এবং শেষহীন । অচলমান - সর্বময় কর্তা , একে দেহ এবং মন বলা চলেনা এটি সবকিছুর অতীত। "It is the self, beyond all thought, one without birth or death, whom the sword cannot pierce or fire burn, whom air cannot dry or water melt, the beginningless and endless, the unmovable, the intagible, the omniscient, the omnipotent Being, that it is neither the body nor the mind, but beyond them all."[ix] জ্ঞানযোগ গ্রন্থে তিনি বলেন - আত্মা কার্যকারণের অতীত তাই দেশকালাতীত, আত্মা স্বরূপত মুক্তস্বভাব তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না এবং তাকে বদ্ধ করবার শক্তিও কারো নেই।

শ্রীঅরবিন্দ: শ্রী অরবিন্দের দর্শনে আমরা মানুষের তিনটি দিককে দেখতে পায়। প্রথম দিকটি বাহ্য প্রকৃতি বা আত্মা, দ্বিতীয় অন্তর আত্মা বা চৈত পুরুষ এবং তৃতীয়টি হল দিব্য- আত্মা বা জীবাত্মা। প্রথমটি আমাদের দৈহিক প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়টি হল মানব বিবর্তনের আধ্যাত্মিক দিক- যা পরিবর্তনশীল আর তৃতীয়টি হল দিব্য চেতনার সুপ্ত শক্তি। মানুষের জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত কেবল বাহ্য আত্মা, জীবাত্মা ও চৈতপুরুষ জন্ম- মৃত্যুর উর্দ্ধে। জীবাত্মার মধ্যে দিব্য জ্ঞানের ঝলক আছে কারণ তা পরমাত্মার প্রকাশ। শ্রী অরবিন্দ অন্তর সত্তার দুটি স্তর উল্লেখ করেন উচ্চতর স্তর যা জীবাত্মা নামে পরিচিত এবং নিম্নস্তর যা চৈত্যপুরুষ নামে পরিচিত। পরমাত্মার মানব সংস্করণ হিসাবে জীবাত্মা ব্যক্তি মানুষের জীবন ও মনের ব্যক্তিগত প্রকাশকে অতিক্রম করে কিন্তু চৈতপুরুষ ব্যক্তিজীবনের প্রকাশক হয়। তাই শ্রী অরবিন্দ বলেছেন চৈতপুরুষ বা মনোময় সত্তা বিবর্তন পদ্ধতির মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু জীবাত্মা বিবর্তন পদ্ধতির উর্দ্ধে। তবে শ্রী অরবিন্দ দুটিকেই দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ বলেছেন কারণ তাঁর মতে সবকিছুই হল দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ। এদের সম্পর্ক বিষয়ে তিনি বলেছেন এদের সম্পর্ক হল মিল অমিলের সম্পর্ক (identity – in - difference)। শ্রী অরবিন্দ বলেন জীবাত্মার পুর্নজন্ম হয় না পুর্নজন্ম হয় প্রকৃতির মধ্যে তার প্রতিভূ চৈত্যপুরুষের। পরমাত্মা হল শুদ্ধ, শাশ্বত, অনির্বচনীয়, দেশকাল ও গুণের অতীত এবং যা স্বয়ম্ভূ ও নিরপেক্ষ। এই পরমাত্মাই শিব ও কালী এবং এই পরমাত্মা আনন্ত দেশকালের মধ্যে অনন্ত শক্তির ক্রিয়া।

মহাম্মদ ইকবাল: ইকবালের দর্শনে আত্মার ধারণা বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ইকবাল আত্মা(self) শব্দটি ব্যবহার না করে তিনি এর পরিবর্তে 'আমিত্ব'(ego) এই শব্দটি ব্যবহার করতে পচ্ছন্দ করতেন কারণ ভারতীয় দর্শনে আত্মাশব্দটি দেহাতীত হিসাবে ব্যবহৃত হয় সাধারণত, কিন্তু আমিত্ব শব্দটি নির্দেশ করে একক ব্যক্তিত্বের আবেগগত দিক ও আকাঙ্খ্যা। ইকবাল বলেন আমিত্বের সত্যতা স্বীকার করতেই হবে যদি আমিত্বের সত্যতা স্বীকার না করা হয় তাহলে স্ববিরোধী দোষ ঘটবে। ইকবাল বলেন আমিত্ব কে জানতে হলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আমরা মানসিক প্রবাহের মধ্যে একধরনের একত্ব কে জানতে পারি। জাগতিক অনান্য ঘটনার মতো মানসিক অবস্থা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না , আমরা কখোনোই বলতে পারিনা যে আমার অনুভূতির সাথে আমার জ্ঞানের সম্পর্ক নেই। আমার এই মানসিক অবস্থাগুলির একত্ব কে আমিত্ব বলা যায়। ইকবাল তাঁর Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam' গ্রন্থে সমন্তরালবাদ ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াবাদ তত্ত্বকে খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন আত্মা ও দেহের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানা যায়না। তাই তিনি বলেন - "the body is accumulated action or habit of the soul; and as such undetachable from it"[x] ইকবাল বলেন আত্মা এবং দেহ হল ক্রিয়া করার একটা পদ্ধতি(systems of act)। আমিত্ব হল নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা আমিত্ব তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার জন্য দেহকে ব্যবহার করে। আমিত্ব স্বাধীন ও নিত্য(immortal)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: বঙ্কিমচন্দ্র জগতের সর্বত্রই সৎ চিৎ আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন জগতে যা কিছু আছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় তা সত্যের প্রকাশ ব্যতিত আর কিছুই নয়। এই জগতে বিভিন্ন বিশৃঙ্খল ঘটনার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা দেখতে পায় আবার বহুত্বের মধ্যেও একত্ব দেখতে পায় এই সকল কিছুর পিছনে এক অনন্ত ও অনির্বচনীয় শক্তি বিদ্যমান। এটি এমন এক শক্তি যা থেকে সমগ্র বিশ্বচরাচর জন্মায়, যার সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয় এবং পরিণামে তারই সঙ্গে লীন হয়ে যায়। এই সবই সেই সৎ চিৎ ও আনন্দময় সত্তার উপর নির্ভরশীল। তারই প্রভাবে স্থাপিত হয় জাগতিক শৃঙ্খলা। বঙ্কিমচন্দ্র পরমাত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করলেও পরমাত্মার ত্রিধারূপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পরমাত্মার ত্রিধারূপ হল - সৃজনীরূপ, পালনীয়রূপ ও সংহারীরূপ। প্রথমরূপে পরমাত্মা বা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয় রূপে পালনকর্তা আর তৃতীয়রূপে সংহার কর্তা। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, জগতের সর্বত্র সকলকাজ ও ঘটনায় এক অসীম, অনন্ত, অনির্বচনীয় ও অজ্ঞেয় শক্তি আছে যা সবকিছুর কারণ এবং বহির্জগতে অন্তরাত্মারূপে বিদ্যমান।

কাজী নজরুল ইসলাম: কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য মন্থন করতে গিয়েও আমরা আত্মার এক অপূর্ব আলোচনা দেখতে পায়। তিনি আত্মার পরিচয়ে বলেছেন –"আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন -চিতে চেতন। "এছাড়াও বলেন "আমি অজর, অমর,অক্ষয়, আমি অব্যয়!" অর্থাৎ আমি বা আত্মা সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন সত্তা। আত্মার আমিত্ব প্রচার করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে যেমন 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি। তাঁর মতে আত্মা দ্বিবিধ খন্ড আত্মা ও অখন্ড আত্মা। তিনি বলেন খন্ড আত্মা বা একক আত্মার ক্ষমতা তুলনামূলক কম কিন্তু অখন্ড আত্মার শক্তি অতি উচ্চস্তরের এই শক্তির দ্বারাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হবে। তিনি বলেন আত্মা হল ব্যক্তি মানুষ। আত্মায় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। আত্মার এই শক্তিকে বাঁধার শক্তি কারো নেই –

"ঐ নির্যাতকের বন্দি -কারায় সত্য কি কভু শক্তি হারায়
ক্ষীণ দুর্বল বলে খন্ড আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখন্ড আমি চির মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!"[xi]

তিনি মনে করেন আমাদের আত্মার উপলব্ধি হলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত "তুই আত্মাকে চিন, বল আমি আছি, সত্য আমার জয়"[xii] এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে, ন্যায়ের উপলব্ধি করতে হলে নিজেকে অচেতন সত্তার মতো দেখলে হবেনা নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে আত্মজ্ঞান বা অহম জ্ঞান – অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে নিজের ওপর অটল বিশ্বাস। তোমার আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হলে এতো বড়ো দানব শক্তি নেই যে তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে। নির্যাতন যদি সয়ে থাকো, তবে সে দোষ তোমারি। তিনি বলেন- "জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেনো! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশতলে এক পঙ্ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।"(দুর্দিনের যাত্রী)।

এইভাবে আমরা দেখলাম সমকালীন ভারতীয় দর্শনে আত্মাতত্ত্ব, এইসকল দার্শনিক ছাড়াও অনেক দার্শনিকদের মতবাদ পাওয়া যায় - রাধাকৃষ্ণণ, নারায়ণগুরু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি। পরিশেষে বলতে চাই আত্মার ধারণাটি এমন একটি তত্ত্ব বহন করে যে একে অবিশ্বাস করলেও উড়িয়ে দেওয়া যায়না আর কাল্পনিক ভাবলে বিকল্পগুলি মাথা চাড়া দেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কথা দিয়ে শেষ করছি- আত্মার দৃষ্টি রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- আমাদের চেতনা, আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তা আমাদের সত্তার দ্বারা অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়, সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি এক আশ্চর্য ব্যাপার।

সমকালীন সমাজে আত্মাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা: বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকগণের দর্শন চিন্তনে আত্মাতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এমনকি পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যেও আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কতোটা এই বর্তমান সমাজে? আত্মা হল মানুষের অশরীরী দিক যা মানুষের সারধর্মকে নির্দেশ করে। এই অশরীরী দিকটি মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও মানবতা প্রদান করে যা একজন সাধারণ মানুষকে দেবত্বের অধিকারী হতে সাহায্য করে। সেন্ট অগাস্টিন বলেন আত্মা হল শরীরের উপর একটি "অশ্বারোহণকারী" (rider) এবং এটি আদর্শ ব্যক্তিকে উপস্থাপন করে (soul representing the 'true' person) থমাস অ্যাকুইনাস বলেন এটি দেহকে প্রেরণা প্রদান করে (motivating principle of the body)। অর্থাৎ আত্মা একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হলেও সে ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতিনিধি।আমরা যদি শঙ্করাচার্যের দর্শন উপলব্ধি করতে পারি তাহলে দেখবো তিনি বলেছেন আত্মা হল এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ সকল মানবজাতির মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান ফলে ধনী- দরিদ্র, নারী -পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র, হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ- এইরকম কোন জাতিগত, ধর্মগত, লিঙ্গগত কোন ভেদই স্বীকার্য নয়, আমরা সকলেই মানুষ মানুষই আমাদের পরিচয়। আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী নারায়ণ গুরু বলেন যে, যেহেতু সমস্ত মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক আত্মা একইরকম ভাবে থাকে তাই সকল মানব এক তিনি আরো বলেন- If the same Universal Spirit glows in all human beings, how can there be difference between one man and another? Any difference like colour of the skin, dress, languages or even religion is superficial. সেইজন্য তিনি বলেছেন- "Man is of One Caste, One Religion and One God for all

mankind"[xiii] কাজেই বর্ণপ্রথা এবং সমাজের উচ্চ ও নিম্ন এই ধরণের বিভেদ অদ্বৈত চেতনার বিরুদ্ধে। এইটা একবারেই ভিত্তিহীন, কৃত্রিম ও জনগণের স্বেচ্ছাচারী বিভাজন। সুতরাং বলা যায় আত্মার আলোচনা মানুষের সামাজিক মর্যাদার দিকটিকে অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। স্বামী বিবেকানন্দ এক বক্তৃতায় আত্মার একত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন[xiv] উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, কিংবা একজন মানুষ ও অপর মানুষের প্রতি ভালোবাসা মূলত এই আত্মার একত্বের জন্যই। আমি ও তুমি যেখানে ভিন্ন কেউ যেহেতু আমি নিজেকে ভালোবাসি স্বাভাবিক ভাবেই আমি তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য। ভালোবাসা কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি হয়ে থাকে না যদি আমাদের ভালোবাসার বিষয় নিছক কোন বস্তু হয় তাহলে তা নিত্য হবেনা আর আমাদের ভালোবাসা যদি আত্মার প্রতি হয়ে থাকে তাহলে তা নিত্য হবে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের দর্শন থেকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে কোন সমস্যা হয়না যে আত্মার একত্ব ও তার প্রতি স্বার্থহীন নিত্য ভালোবাসা মানবতার মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান সমাজের অন্যতম একটি বিষয় হল 'Other' বা 'অন্য' কে আমাদের বিপরীত ভাবে দেখে থাকি আমাদের নৈতিকতা, দায়িত্ব শুধু নিজেদের প্রতি বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে 'ভাইরাল' বলে একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেখানে আমরা খুব সহজেই কোন নারী কিংবা পুরুষের গোপন কিছু বিষয় খুব সহজেই ছড়িয়ে থাকি আসলে আমরা ভেবেও দেখিনা এখানে একজন মহিলা কিংবা একজন মহিলা না তার সঙ্গে তার পরিবার, আত্মীয় স্বজন সকলের সম্মান জড়িয়ে থাকে কিন্তু আমাদের এইরূপ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে থাকি, এইরকম আরও অনেক অনৈতিক কর্মকান্ড করে থাকি শুধুমাত্র এই 'Other' বা 'অন্য' এই ধারণা কে আমার বিপরীতে মনে করার জন্য বিপরীত বলতে 'আমি না' এই রূপ অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি এই তত্ত্বে বিশ্বাস রাখি সবই আমির অংশ তাহলে হয়তো এইধরনের অন্যায়মূলক কর্ম হ্রাস পাবে , আমাদের নৈতিকতা জাগ্রত হবে, Other এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের একজন দার্শনিক, লেভিনাস বলেছেন অপরের প্রতি দায়িত্বশীলতা হল নৈতিকতার মৌলিক স্তর। তিনি বলেন 'we should recognise that another person is a universe of mystery to us.' যদিও ভারতীয় আত্মার একত্ব তত্ত্বের সঙ্গে লেভিনাস এর Other এর তেমন যোগসূত্র নেই তবুও বলতে পারি আত্মার একত্ব স্বীকার করলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠবো। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় দর্শনের অনেক সম্প্রদায় আত্মা কে বহু হিসেবে স্বীকার করেছেন তারা মনে করেন সুখ -দুঃখ, শোক-সন্তাপ, জন্ম -মরণ ভোগের ভিত্তিতে আত্মা বহু। আমি মনে করি আত্মার এই বহুত্বের দিকটিও আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম প্রতটি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বন্ধন হয়ে থাকে তাই প্রতিটি আত্মাকে মুক্তির - অহিংসা পালন করতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়, অস্তেয় বা চুরি করা থেকে বিরত থাকতে হয়, ব্রহ্মচর্য বা যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং অপরিগ্রহ বা আসক্তি ত্যাগ করতে হয়, এর ফলে সমাজ হয়ে উঠবে আদর্শ সমাজ।নৈতিক জীবন গঠনের পূর্বশর্ত আত্মার পরিশুদ্ধি। আত্মা যখন শুদ্ধ, সুন্দর ও কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন পাপমুক্ত জীবন গঠন সহজ হয়ে যায়। আত্মা যখন সংশোধিত হয়, তখন গোটা দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দূষিত হয়, তখন পুরো দেহ দূষিত হয়ে যায়।আত্মা পরিশুদ্ধ হলে মানুষ যেমন মনের গোপন পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি লাভ করে, তেমনি অন্যায়-অনাচারে জড়িয়ে পড়া থেকেও বিরত থাকে। তার মধ্যে থাকে না হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা। চুরি, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, খুনখারাবি ও পরনিন্দার মতো কাজে সে জড়াতে পারে না। ফলে সে জাগতিক ও পারলৌকিক সাফল্য লাভ করে।আত্মা ন্যায়ের আধার তাই প্লেটো বলেছেন

ন্যায় হল আত্মার গুণ।অবশ্য এই বিষয়টি কাজী নজরুল ইসলামের দর্শন থেকেও উপলব্ধি করতে পারি যে আত্মা হল ন্যায়ের আধার। ব্যক্তির আত্মার উপলব্ধি হলে তাকে পদদলিত করার ক্ষমতা কারো নেই আত্মা হল শক্তি বিশেষ। তাই পরিশেষে বলতে চাই আত্মার ধারণা যেমন একটি আধ্যাত্মিক ধারণা তেমনি তা সামাজিক ধারণাও বটে। আত্মা হল জীবনের চালিকা শক্তি, দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার উপদান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধের উৎসভূমি।

তথ্যসূত্র:

1) A.A Macdonel, Vedik Mythology,page-166
2) অথর্ববেদ,১০/৮/৪৪
3) ছান্দগ্যো উপনিষদ-৬/২/১
4) ঋগবেদ ১/ ১৬৪/ ৪৬
5) ঋগবেদ ১/ ১৬৪/ ৪৬)
6) বন্ধ্যোপাধ্যায়,অশোককুমার, সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শন সংগ্রহঃ , সদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৩
7) বন্ধ্যোপাধ্যায়,অশোককুমার, সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শন সংগ্রহঃ , সদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৭৫
8) Rabindranath Tagore, The Religion of Man, P-43
9) Swami Vivekananda, Complete Works, I., P.141
10) Iqbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam, p.143
11) কাজী নজরুল ইসলাম, "অভয়-মন্ত্র," "বিষের বাঁশি, অন্তর্গত নজরুল-রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ১২০
12) কাজী নজরুল ইসলাম, "অভয়-মন্ত্র," "বিষের বাঁশি, অন্তর্গত নজরুল-রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ১২১

13) Muni Narayana Prasad Guru, Narayana Guru Complete Works, D.K. Printworld, 331, (2006)
14) বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) Mishra Umesha Mahamahopadhyaya. (1966). History of Indian Philosophy. Tirabhukti Publications, Sir P.C. Banerji road Allahabad -2.
2) Sharma Chandradhar. (2016). A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.
3) রায়, নলিনীনাথ পন্ডিত. (১৯৩৬). ছান্দ্যগো উপনিষদ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট।
4) গম্ভীরানন্দ স্বামী.(১৩৩৬). উপনিষদ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।
5) দত্ত,রমেশচন্দ্র. (১৯৬৭). ঋগ্বেদ সংহিতা, হরফপ্রকাশণী, কলিকাতা।
6) শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য. (১৯৩৮) নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই।
7) সায়ন মাধবীয়. (২০১১) সর্বদর্শন সংগ্রহ. সঞ্জীতকুমার সাধুখাঁ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সদেশ, কোলকাতা।
8) Lal. Basant Kumar. (2016) Contemporary Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Dellhi.
9) স্বামী অমৃতানন্দ (১৯৯৮), বেদান্তসার. উদ্বোধন কার্যলয়, কলিকাতা।
10) রহমান. মতিউর(২০১৩) বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ. অবসর প্রকাশনা, ঢাকা।
11) সেনগুপ্ত, প্রমোধবন্ধু. (২০১৭) ভারতীয় দর্শন(তৃতীয় খন্ড). ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা।
12) মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার.(২০১৫). ভারতীয় দর্শন. প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
13) সেন, দেবব্রত. (২০১৪) ভারতীয় দর্শন. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা.
14) ভট্টাচার্য. সমরেন্দ্র. (২০০৫), ভারতীয় দর্শন. বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
15) বসু সুমিতা. (২০১১). ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা. সদেশ, কলকাতা।
16) বাগচী দীপক কুমার. (২০১০). ভারতীয় দর্শন. প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।
17) ভট্টাচার্য করুণা. (২০১৩). ন্যায় বৈশেষিক দর্শন. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।
18) সেন, বিশ্বনাথ. (২০১৩-১৪) জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা কয়েকটি সমস্যা. ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।
19) বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিলেশ. (২০১২). বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, কলকাতা।
20) ঘোষ গোবিন্দচরণ. (২০২০) বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন. প্রেগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
21) চক্রবর্তী নির্মাল্য নারায়ণ. (২০২০) বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শন চর্চা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।